

কুকুরদের মানুষ নিয়ে ভাবনা

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

*I believe our heavenly father created monkey because He was disappointed in man.*

-Mark Twain, American Writer

চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণী হলেই যে তা খারাপ, তা যেমন সত্য নয়; ঠিক তেমনি দ্বিপদ বিশিষ্ট অনেক প্রাণী ও তাদের কু-কীর্তির দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীদের চাইতে ও নিজেদের অধম বলে প্রমাণ করেছে - এমন দৃষ্টান্ত কেবল ইতিহাসেই নয়, আমাদের সকলের চোখের সামনে ও অহরহ আছে। বিখ্যাত ফরাসী মণীষী মনটায়েনের একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছেঃ *আমি আমার চাইতে বড় দৈত্য এ জীবনে দেখিনি।* বলাবাহুল্য, মনটায়েনের সৎ সাহস আর বুকুর পাটা আট-দশ জনের চাইতে বহুগুন বেশি বলেই তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সম্প্রতি এক বাঙালী লেখকের লেখায় পড়লামঃ *মানুষের চাইতে অমানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।*

চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণী কুকুরের কথাই ধরা যাক। কতই না কদর তাদের এই আমেরিকাতে/ইউরোপে! দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালর, মহিশূর শহরে ও এমনটি দেখেছি। আর তা একেবারে কারণ বিহীন ও নয়। পাশ্চাত্যে নিঃসংগ অনেক মানুষ কুকুরকে তাঁদের ছেলে মেয়ের মতোই দেখে থাকেন। একে অযৌক্তিক স্নেহের আতিশয্য, কিংবা ছেলেমানুষী সর্বদা বলা যাবে না। অন্ধ লোকদের চলাফেলার ক্ষেত্রে ওয়াকিং ডগ এর ভূমিকা দেখলে অবাক হতে হয়। ইংল্যান্ডে কুকুরদের ট্রেনিং সাপেক্ষে অনার্স ডিগ্রী পর্যন্ত দেয়া হয়। পাশ্চাত্যে কুকুর ডিটেকটিবদের বলতে গেলে সার্বক্ষণিক সংগী। কুকুরের মহানুভবতার আরেকটি দৃষ্টান্ত পড়েছিলাম ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের হামলার সময়। টুইন টাওয়ার যখন পুড়ছিল, শ' শ' জীবন্ত মানুষ ভিতরে অগ্নিদগ্ধ হচ্ছিল ; কেউ কেউ যখন পঞ্চাশ-একশ তলার জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচার অহেতুক চেষ্টা করছিল , তখন একজন (কিংবা একাধিক) অন্ধ লোককে একটি/একাধিক ওয়াকিং ডগ ফায়ার একজিট দিয়ে বের করে নিয়ে এসেছিল।

আরেকটি বইয়ে পড়া সত্য ঘটনা তুলে ধরছি। আমেরিকান জনৈক ভদ্রলোক অন্য স্টেটে ভ্রমণে যাবেন। আগে থেকেই হোটেলে বুকিং দিয়ে রেখেছেন। ভদ্রলোকটির খুব প্রিয় একটি কুকুর ছিল। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল- হোটেল কর্তৃপক্ষ যদি কুকুরটিকে হোটেলে তাঁর সাথে থাকার অনুমতি না দেন? বরং আগে থেকে ব্যাপারটি জানিয়ে রাখা ভাল। তিনি একটি চিঠি লিখলেন হোটেল পরিচালকের

বরাবরে।

অনেকটা এ রকমঃ

জনাব,

আগামী .....তারিখের জন্য আপনার হোটেলে আমি একটি বুকিং দিয়ে রেখেছি। কিন্তু উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি যে, আমার অতিশয় প্রিয় একটি কুকুর আছে। যদি আপনারা দয়াপরবশ হয়ে অনুমতি দেন, তাহলে আমি আমার কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে আসার বাসনা পোষণ করছি।

বিনীত

জন এলেক্স\*

ভদ্রলোক রওয়ানা হওয়ার তিন দিন আগে নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর এলো হোটেল পরিচালক তথা মালিকের কাছ থেকেঃ

ডায়ার মিষ্টার জন,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। সত্যি বলতে কি- আমি সুদীর্ঘ বিশ বছর যাবত হোটেল ব্যবসায় জড়িত। আজ পর্যন্ত এমনটি কখনোই ঘটেনি যে, কোন কুকুর গেষ্ট হিসেবে থাকা অবস্থায় চলে যাবার সময় আমার হোটেল থেকে টাওয়াল/গ্লাশ/সুভেনির চুরি করে নিয়ে গেছে, বা বিল না দিয়ে উধাও হয়ে গেছে, কিংবা হোটেল কক্ষ/বাথরুমের যত্রতত্র অশ্লীল গালি গালাজ লিখেছে/নোংরা ছবি এঁকেছে। বরং যারা করেছে, তারা হচ্ছে আপনার-আমার মত মানুষ।

আপনার কুকুরকে আমার হোটেলে স্বাগতম জানাই। সেই সাথে আপনাকেও।

একান্তই আপনার,

মাইকেল রবার্ট\*

হোটেল পরিচালক

কুকুর একজন ভয়ংকর সন্ত্রাসী মানুষকে বদলে দিয়েছে, এই মর্মে একটি খবর সম্প্রতি পড়লাম। সম্ভবত আমেরিকার পেনসিলভেনিয়ায় ঘটেছে। একজন সন্ত্রাসী গোপন স্থানে বসে যখন কোন একটি পাড়া বন্দুক বা গান দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সে সময় সেখানে হাজির হয় সেই পাড়ারই একটি কুকুর। কুকুরটির শিশু সুলভ আচরণে এক সময় প্রলুদ্ধ হয় লোকটি। খেলা শুরু করে দেয় কুকুরটির সাথে। খেলা শেষে বোধোদয় হয় লোকটির- যে পাড়ায় এমন একটি ভালো কুকুর থাকতে পারে, সেই পাড়ার লোকগুলো নিশ্চয় অতটা খারাপ হবে না; অন্ততঃ বন্দুকের গুলিতে প্রাণ খোয়ানোর মত খারাপ নয় নিশ্চয়! অতঃপর লোকটি পুলিশের কাছে

গিয়ে নিজেই ধরা দেয়।

কুকুর বিষয়ক নিচের লেখাটি নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সাপ্তাহিক দর্পণ-এর ২৮ জুন ২০০৪ সংখ্যা থেকে নেয়া। লিখেছেন ফারজানা আনোয়ার।

কুকুরের প্রভুভক্তির তুলনা নেই। প্রভুর অনেক কিছুই সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে তার মনিব কখন কি চাইছেন বা চাইবেন। কিন্তু কতটা বুদ্ধিমান এই কুকুর?..... জার্মান বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন রিকো নামের একটি কুকুর দু'শর ও বেশি শব্দ বুঝতে পারে। শিশুরা যেমন খুব তাড়াতাড়ি নতুন শব্দ বুঝতে পারে, রিকোর ও তেমনি বোঝার ক্ষমতা রয়েছে।..... রিকোর গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং ডলফিনের মতো শব্দভান্ডার রয়েছে। এ গবেষণার কথা একটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, রিকো নতুন কোন খেলনার সংগে একবার পরিচিত হলে সেটির নাম বললে ঠিক চিনে বের করতে পারে।..... গবেষকরা বলেছেন, ছোট শিশুদের মতোই রিকো নতুন নতুন শব্দ শেখার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, রিকোর আচার-আচরণ তিন বছরের একটি শিশুর মতো। বিজ্ঞানী কাতরিনা কেলনার বলেছেন, কুকুরের এ ধরনের শিখার ক্ষমতা লক্ষণীয়। তাঁদের মতে, ব্রেনের যে অংশটা মানুষকে শেখাতে সহায়তা করে, কুকুরের ব্রেনের সে অংশটি ও সম্ভবত একই ধরনের। যাঁরা তাদের পোষা কুকুরের সংগে কথা বলেন, তাঁরা আসলে পাগলামি করেন না; তাদের সংগে একটা যোগাযোগ গড়ে তোলেন। বিজ্ঞানীরা কুকুর নিয়ে আরো গবেষণা চালাতে চান। মনোবিজ্ঞানীদের কাছে কুকুর হতে পারে নতুন এক শিম্পাঞ্জি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পাল বুম এ ধরনের ই মনতব্য করেছেন।

কুকুর-বিড়াল নিয়ে নিজের কিছু অভিজ্ঞতা যথাসম্ভব সংক্ষেপে তুলে ধরছি। সেই বাচ্চা কাল থেকে আমি কুকুর-বিড়াল কে অসম্ভব ভালবাসি। স্কুল জীবনে আমার একটি পোষা বিড়াল ছিল। শীত এলেই সারা দিনের ঘুরাফিরা শেষে রাতে নির্দিষ্ট একটা টাইমে সে আমার বিছানায় শোতে চলে আসত। বহু বার সে জন্য মায়ের বকুনি সহ্য করতে হয়েছে (শিশু কালে বাপকে হারানোর ফলে বহু বছর অবধি মায়ের সাথে একই বিছানায় আমার ঘুমানোর অভ্যাস ছিল)। সকাল বেলা তখন আমরা নাস্তা করতাম কেবল চা আর মুড়ি দিয়ে। টিনের একটি কৌটায় মুড়ি রাখা হত। বিড়াল ও আমাদের সাথে মুড়ি খেত। পরে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মুড়ির কৌটায় চায়ের চামচ বা হাত দিয়ে জোরে জোরে জোরে শব্দ করলে বিড়ালটি যেখানেই থাকুক না কেন, মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে এসে হাজির হয়ে যেত।

মাত্র কিছুদিন আগে বহুদিন পর নিউ ইয়র্কস্থ এক খালার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম প্রায় তিন বছর পর। প্রথমবার খালায় বাসায় যেয়ে খালার পোষা কুকুর রুস্তির সাথে বেশ খাতির জমে গিয়েছিল। এবার বাসায় পা দিয়েই খোঁজ নিলাম রুস্তি এখনো আছে কি-না। আছে জেনে হঠাৎ মনে হলো রুস্তির স্মরণ শক্তি একটু পরীক্ষা করি। 'রুস্তি! রুস্তি!' নাম ধরে ডাক দিতেই বেরিয়ে এল আমার অতি পরিচিত সেই কুকুরটি। কয়েক মুহূর্ত তাকালো আমার দিকে। অতঃপর দৌড়ে কাছে এসে হাত-পা-মুখ চাটতে লাগলো। যেন বলতে চাচ্ছিলঃ এতদিন কোথায় ছিলে বন্ধু? এবার ও অনেকক্ষণ রুস্তিকে নিয়ে খেললাম।

লেখাটি শেষ করার আগে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কুকুরের মাহাত্ম্যের দুটি বাংলাদেশী উদাহরণ দেই।

**একঃ** ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদরের একটি গ্রামের। ঘর থেকে ৩ বছরের ঘুমন্ত শিশু আশিককে তুলে নিয়ে গিয়েছিল শিয়াল। শিয়ালের মুখ থেকে শিশুটিকে রক্ষা করেছে একদল কুকুর। খবরে প্রকাশ- গভীর রাতে ঘুমন্ত শিশুটিকে শিয়াল তুলে নিয়ে যায় বাড়ির পেছনের মাঠে। শিয়াল আশিক নামক শিশুটির শরীরের কয়েক স্থানের মাংস খেয়ে ও ফেলে। এমতাবস্থায় একদল কুকুর সারারাত শিশুটিকে পাহারা দিয়ে রাখে যাতে শিয়াল পুনর্বার হামলা করতে না পারে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাচ্চাটি রক্ষা পায়। (সূত্রঃ সাপ্তাহিক ঠিকানা , সম্পাদকীয়, ২৫ জুন, ২০০৪)

**দুইঃ** আবার ও ঝিনাইদহ। শিরোনাম 'অসম সম্পর্ক'। কুকুর দেখলেই বিড়াল পালিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ ঝিনাইদহের নারিকেল বাজারে সারাক্ষণ এক সংগে চলাফেরা করে দুই মেরুর দুই পশু। ভালোবাসা এদের সকল ভয় ভীতির উর্দে নিয়ে গেছে। বিড়ালটিকে মায়ের আদর দিয়ে চলেছে কুকুরটি। মাঝে মাঝে বুকের দুধ দিয়ে ও আদর করে। ১৫ মার্চ বাজারে একপাশে শুয়ে কুকুরটি যখন বিড়ালটিকে দুধ খাওয়াচ্ছিল তখন ছবিটি তোলা (লেখকের মন্তব্যঃ ছবিটি সত্যি দেখার মতো, কিন্তু আশ-পাশে স্ক্যানার না থাকাতে পাঠকদের সরবরাহ করতে পারলাম না বিধায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত)। এলাকাবাসী জানানেন , এ দৃশ্য নিত্যদিনের। (উৎসঃ সাপ্তাহিক দর্পণ, ২৮ জুন ২০০৪; প্রতিবেদক- আজাদ রহমান)

শেষের ঘটনা দুটি আমাকে সবচে বেশী অবাক করেছে, কেননা প্রথম ঘটনার কুকুরগুলো গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর ; দ্বিতীয় ঘটনার কুকুরটি মফস্বলের রাস্তায় বেড়ে ওঠা একটি উচ্ছিষ্টভোগী প্রাণি। নিশ্চয়ই আদর যত্ন-পাতি কিংবা, ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে এদের কেউই বিদেশী কুকুরদের সমকক্ষ নয়। তথাপি

কুকুরগুলো স্বজাতির বাইরের প্রাণীকুলের সদস্যকে রক্ষা করার মত মহানুভবতা দেখিয়েছে! আমার মনে প্রশ্ন জাগেঃ কুকুরগুলো কি তাহলে টের পেয়ে গেছে- মানুষ আজকাল মানুষ নিয়ে তেমন করে আর ভাবে না? মানুষের কাছে মানুষের জীবনের আজ আর তেমন মূল্য নেই? মানুষের কাছে দয়া-মায়া আশা করা হাতের মুঠোয় চন্দ্র -প্রাপ্তির মতোই অসম্ভব একটি ব্যাপার? মানুষের দায়িত্ব বুঝি তাই আজ কুকুরগুলো হাতে তুলে নিয়েছে?

ইদানিং মাঝে মাঝে মনে হয়, আহা! কিছু কিছু মানুষ বোধ করি কুকুর হয়ে জন্মালেই মানবতার অধিক উপকার হতো। সাথে সাথে এ ও মনে হয়, কুকুর প্রজাতিকে ছোট করে ফেললাম না তো?

(সমাপ্ত)

নিউ ইয়র্ক

৫ জুলাই ২০০৪

কপিরাইটস ২০০৪ মুক্তমনা ([www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com))

বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার [www.bornosoft.com](http://www.bornosoft.com) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

\* ঘটনাটি সত্য। নাম এই মুহূর্তে স্মরণ না আসাতে ছদ্মনাম ব্যবহার করলাম।